প্রথম আলো

তারিখ ... 2 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ■ তুহিন ওয়াদুদ

দুর্নীতিবাজ উপাচার্যের শাস্তি কি শুধুই অব্যাহতি?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি যাঁরা করেন, তাঁদের শাস্তি হয় না বলে এসব অন্যায় লকলক করে বেড়ে উঠছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, রুয়েট, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নামে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে মেয়াদ পূর্তির আগেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ও সহ-উপাচার্যকে, বুয়েটের সহ-উপাচার্যকে, রুয়েটের উপাচার্যকে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিটি তাঁদের দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে। তাঁরা যদি অব্যাহতি পাওয়ার মতো অন্যায় করে থাকেন, তাহলে তার কেন কোনো শাস্তির বিধান করা হবে না? তদন্ত কমিটি উপাচার্যের দুর্নীতির সত্যতা পাওয়ার পর যদি তাঁর শাস্তি না হয়, তাহলে সেই তদন্তের গুরুত্ব কোথায়? বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি বলেছে, 'উপাচার্য অধ্যাপক মু. আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, অবৈধ ইনস্টিটিউট অধিভুক্তকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইনের লঙ্ঘনসংক্রান্ত উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৩তম বৈঠকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে তলব করা হয় এবং 'তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার' সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। তবে, দুর্নীতি দমন কমিশন তাঁর দুর্নীতির তদন্ত করছে।

চারদলীয় জোট সরকারের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদৎ হোসেন মণ্ডল ১৫০ জনের বিপরীতে ৫৪৪ জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন। যার ভোগান্তি এখনো বহন করতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিকে। এত বড় দুর্নীতির কারণে সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁর অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। চারদলীয় জোট সরকার তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা না করে, তাঁকে তখন দ্রুত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদস্য করে ঢাকায় নিয়ে যায়। বর্তমান সরকারের আমলেও উপাচার্যদের সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তার অধিকাংশই নিয়োগসংক্রান্ত। সে কারণে নিয়োগ-প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবা প্রয়োজন।

তবে সব উপাচার্য যে দুর্নীতি করেন, তা তো নয়। এটি নির্ভর করে উপাচার্যের সততা আর কর্মনিষ্ঠার ওপর। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। সরকার যে উপাচার্যকে দিয়ে অন্যায় কাজ করাতে চায়, এই কথাটিও সত্যি নয়। তাই যদি হবে, তাহলে সরকার অভিযুক্ত উপাচার্যদের অব্যাহতি দিত না। কিন্তু কথা হচ্ছে, শুধু অব্যাহতিই কি একজনের শাস্তি হতে পারে? আমাদের দেশে শাস্তির প্রয়োগ খুব কম হলেও সাবেক রাষ্ট্রপতি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকা ব্যক্তির শাস্তি হয়েছে। কিন্তু উপাচার্যদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা লক্ষ করা যায় না।

> দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অনেক উপাচার্যই বড় বড় অন্যায় করেন। সেগুলোর তদন্তও হয় অনেক সময়। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অন্যায় সাধিত হয়, সেই অন্যায়ের বিষবাষ্প বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন। ধরা যাক, একজন অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলো, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন ৪০ বছর। ৪০ বছর ধরে শ্রেণীকক্ষে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মেধার যত্ন তিনি সক্ষমতার সঙ্গে নিতে পারবেন না। এই ক্ষতির মাত্রা যদি পরিমাপ করা যায়, তাহলে এ রকম এক অপরাধের শাস্তি কতখানি হওয়ার কথা, তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও, তা যে লঘু অপরাধ নয়, সেটা স্পষ্টই বলা যায়। এই অযোগ্য শিক্ষকেরা অনেক সময় শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে 'কুরাজনীতি' নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা ছোট ছোট ক্ষমতার মোহে বইঘর ভুলে ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশায় তল্পিবাহক হন।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অনেক উপাচার্যই বড় বড় অন্যায় করেন। সেগুলোর তদন্তও হয় অনেক সময়। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। পূর্ববর্তী উপাচার্যের অন্যায়ের শাস্তি হয় না দেখে পরবর্তী উপাচার্যদের মধ্যে যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাঁরা অনেক সময়ই তাঁর অনুসারী হতে ভীত হন না। বর্তমানে অবস্থা এতটাই ভয়ংকর রূপ লাভ করেছে যে সাধারণেরা মনে করেন উপাচার্যরা তো কিছু কিছু অন্যায় করবেন, এটাই স্বাভাবিক। জাতির জন্য কী ভয়ংকর বাস্তবতা! অন্যায়কে মেনে নেওয়া! অথচ, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটি বিদ্যাপীঠ, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় নৈতিক শিক্ষাটা অর্জন করবে। যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান থাকেন কলুষিত, গণমাধ্যমে যাঁর সম্পর্কে ক্রমাগত নেতিবাচক খবর পরিবেশিত হয়, যাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁর যদি কোনো শাস্তি না হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেশবাসী আইনের প্রয়োগ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায় হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করেন, তখন সরকার তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে নিরাপদে সরিয়ে নেন। পদ থেকে উপাচার্যকে সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে তাঁর প্রতি অনাস্থা প্রমাণিত হয়। যাঁর প্রতি যেসব কারণে অনাস্থা আনা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে যদি সেসব কারণে শাস্তির ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে অনাস্থারও গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। এর ভেতর দিয়ে উপাচার্য ছাড়াও অন্য যাঁরা অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাঁরা আরও নিরাপদে থাকেন। সে কারণে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। শুধু তা-ই নয়, উপাচার্যদের মধ্যে যাঁরা দুর্নীতি করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের বহুস্তরবিশিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপাচার্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে নামতে হয় না, আর উপাচার্যপন্থী চাটুকারদের মোসাহেব চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগও থাকে না। এতে করে আন্দোলনের ভয়ে উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সেশনজট আনতে হয় না, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় না। যেসব উপাচার্য দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

● **তুহিন ওয়াদুদ**: শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
wadudtuhin@gmail.com